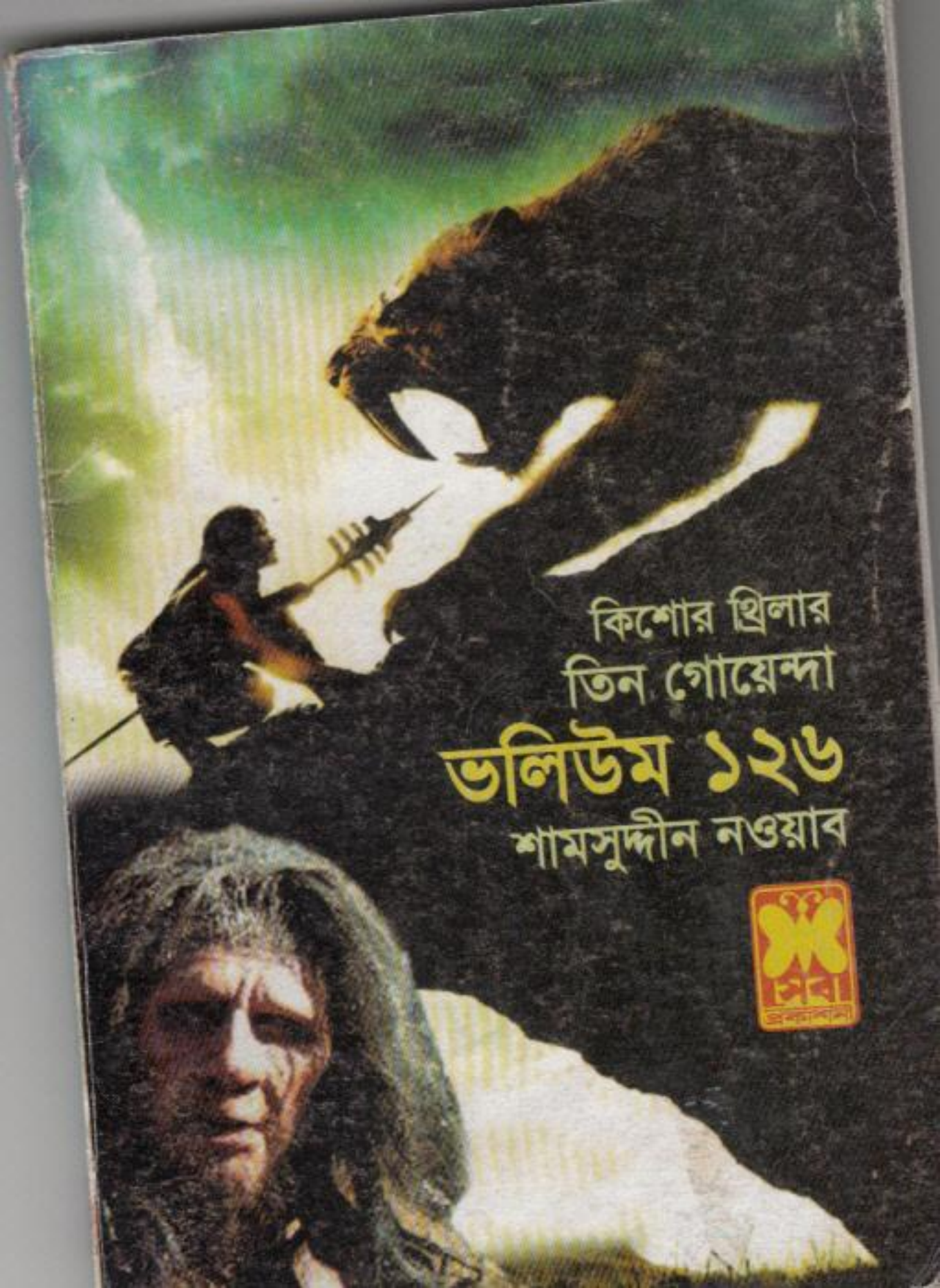
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ১২৬
শামসুদ্দীন নওয়াব
সেবা

ড্রাগনের গুহা

কাহিনি রচনা:কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ:২০১২

এক

'হুররে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। বাস থেকে লাফিয়ে নেমে, হনহন করে জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের দিকে এগোল। শহরের নতুন পিৎযা প্লেসে ফিল্ড ট্রিপে এসেছে ওরা।

বাড়িটা যদিও নতুন, দেখে মনে হয় হাজার বছরের পুরানো। দেয়ালগুলোকে কিশোরের চোখে দেখাল পাঁউরুটির উপরের ধূসর ছাঁচের মতন। আর কোনার চারটে মিনার থেকে পতপত করে ওড়া পতাকাগুলোর রং জ্বলে গেছে, যেন বয়সের ভারে বিবর্ণ। কাঠের এক ঝুলসেতু চলে গেছে সদর দরজা অবধি। কিশোরের মন চাইল দুপ-দাপ করে সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে যায়। কিন্তু হড়কে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, কেননা মিসেস হকিন্স ঠিক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মিসেস হকিন্স ওদের টিচার এবং তিনি চেঁচামেচি একদম পছন্দ করেন না। কোন ধরনের দুষ্টুমি সহ্য করেন না ভদ্রমহিলা। তিনি এতটাই কঠোর আর আজব ধরনের যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ধারণা তাদের টিচার ভ্যাম্পায়ার।

'কিশোর,' বিজাতীয় সুরে বললেন মিসেস হকিন্স। 'চেঁচামেচি কোরো না। সাইলেন্স!'

কিশোর মাথা ঝাঁকাল। মিসেস হকিন্স ঝটপট ওদেরকে লাইনে দাঁড় করালেন। কিশোর লাইনের শেষ মাথায় মুসা, রবিন আর ডানার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল।

'মিসেস হকিন্সের জন্যে একটু মজাও করা যাবে না,' অভিযোগ করল কিশোর।

'কে বলল?' প্রতিবাদ করল ডানা। হ্যাটটা চেপেচুপে মাথায় বসাল। 'এর আগে অন্য কোন টিচার আমাদেরকে জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলে এনেছেন?'

'কিন্তু তার আগে আমাদেরকে লাখ লাখ বই পড়িয়েছেন,' কিশোর গজগজ করে বলল। 'আর এখন যে একটু গলা খুলে চেঁচামেচি করব তাও হবে না। এর মধ্যে মজাটা কোথায় দেখলে তুমি?'

'ওদের এখানে ভিডিও মেশিন আর ডাবল ডিলাক্স পিৎযা আছে,' বলল রবিন।

মুসা লাইন অনুসরণ করে ধূসর দুর্গ সদৃশ দালানটার দিকে এগোল।

'খাইছে, কখন যে পেপারনি খাব! শুধু তখনই গাদা-গাদা বই পড়ার কষ্ট সার্থক হবে।'

'আমি কিন্তু বই পড়ে দারুণ মজা পেয়েছি,' স্বীকার করল ডানা।

কিশোর বেসবল ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে ডানার মাথায় ওটা দিয়ে ঠোকর দিল।

'তুমি তো অন্ধকার যুগের মানুষদের মত কথা বলছ। রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার পড়তে দিলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু মিসেস হকিন্স তো পড়িয়েছেন সব খটমটে জ্ঞানের বই!' বলল ও।

'আমার ভাল লেগেছে,' তর্ক জুড়ল রবিন।

'আমারও,' বলল মুসা। 'কিন্তু এখন আমি শুধু পিৎযা খেতে চাই।'

ছেলে-মেয়েরা ঝুলসেতু পেরিয়ে ভারী কাঠের দরজার ওপাশে ঢুকে পড়ল। আর পরমুহূর্তে ওদের দেখা সবচাইতে বুড়ো আর কুঁচকানো চামড়ার মানুষটি মুখোমুখি পড়ে গেল।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা।

দুই

'জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলে স্বাগতম,' বৃদ্ধ লোকটি বলল। 'আমি জর্জ, পিৎযা রাজ্যের শাসক।' চোখা গোঁফওয়ালা লোকটার কথাগুলো যেন বুকের গভীর থেকে উঠে এল।

'ধন্যবাদ,' মিসেস হকিন্স বললেন। 'এরা জাদুকরের মত প্রচুর বই পড়ে পিৎযা পার্টি আদায় করেছে।' স্বভাবসিদ্ধ আধো হাসিটা হেসে ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চাইলেন।

'সব দুর্গেই জাদুকরের দরকার আছে,' জর্জ বলল। 'প্লিজ, ভেতরে আসুন।' জর্জ ওদেরকে পিছনে নিয়ে অনালোকিত পিৎযা পার্লারে ঢুকল। পাশ কাটাল কটা ছোট ছোট খাবার ঘরকে। প্রতিটি কামরার দরজার উপরে সুদৃশ্য অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা। বিশাল এক কামরার দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল সে। দরজার উপরের সাইনবোর্ড বলছে: ড্রাগনের গুহা। আর সাইনবোর্ডের নীচে ঝকঝকে এক তরোয়াল।

'এটা মূল ডাইনিং হল,' বৃদ্ধ বলল মিসেস হকিন্সকে। সে একজোড়া সুইঙ্গিং দরজা ভেদ করে কামরার ও প্রান্তে অদৃশ্য হতেই, লম্বা টেবিলে বসার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

'এরকম অদ্ভুত পিৎযার দোকানে আমি আগে আসিনি,' বলল ডানা।

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'খাইছে, কী অন্ধকার!'

'জর্জ হয়তো কাস্টমারদেরকে লোংরা মেঝে দেখতে দিতে চায় না,' হেসে উঠে বলল কিশোর।

কিশোরের কৌতুকটাকে উপেক্ষা করল রবিন।

'ওরা চেয়েছে এটাকে যেন প্রাচীন দুর্গের মত দেখায়,' বন্ধুদেরকে বলল ও।

'খাইছে, রাজা-রানীরা নিশ্চয়ই পিৎযা খেত না,' মুসা বলল।

'হয়তো,' বলল রবিন। 'তবে দুর্গের আইডিয়াটা চমৎকার।'

ঠিক এসময়, দু'জন সার্ভার একজোড়া সুইঙ্গিং দরজা ভেদ করে প্রবেশ করল। সুইঙ্গিং দরজার উপরে সাইনবোর্ড লেখা: কারাগার।

'কোন কোন মহিলার ধারণা রান্নাঘরটা জেলখানা,' বলল কিশোর। 'তাদের এখানে এলে ভাল লাগবে।'

সার্ভাররা সিলভারওয়্যার, ন্যাপকিন আর পানির গ্লাস রাখল ছাত্র-ছাত্রীদের আর মিসেস হকিন্সের সামনে। ন্যাপকিনগুলোতে সুন্দর হরফে লেখা। একজন সার্ভারের পরনে লম্বা পিজ্যান্ট ড্রেস এবং অপরজনের পরনে ভেস্ট–বর্মের মত দেখতে।

'দারুণ,' মজা করে বলল কিশোর। 'এখন দরকার শুধু এক ঘোড়সওয়ার নাইট আর নাক দিয়ে আগুন-বেরনো ড্রাগন।'

এমনিসময় গভীর এক গুড়-গুড় শব্দে কেঁপে উঠল সিলভারওয়্যার।

জুলি নামে এক মেয়ে আর্তচিৎকার ছাড়ল আর শিউরে উঠল ক'জন ছেলে-মেয়ে। সবার চোখ মিসেস হকিন্সের দিকে। সুইঙ্গিং দরজার দিকে ঝলসে উঠল টিচারের সবুজ চোখজোড়া। তাঁর আঙুল স্পর্শ করল গলার লকেটটা।

'কীসের শব্দ ওটা?' ফিসফিস করে বলল ডানা।

'মনে হয় মিসেস হকিন্সের পেট ডেকেছে,' ঠাট্টা করে বলল কিশোর। কিন্তু আরেকটা গুরুগম্ভীর শব্দে টেবিলের গ্লাসগুলো নেচে উঠতেই হাসি থেমে গেল ওর। গুড়-গুড় শব্দটা বন্ধ হলে, সুইঙ্গিং দরজাজোড়ার ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে এল।

তিন

'খাইছে, আগুন!' সভয়ে শ্বাস চাপল মুসা।

কিন্তু কেউ আসন ছেড়ে নড়তে পারার আগেই, সুইঙ্গিং দরজা ভেদ

কিছু নেই, গভীর শোনাল তার কথাগুলো। 'আমি...সমস্যাটার সমাধান করেছি।'

'আমরা না হয় আজ যাই, অন্য আরেকদিন আসব,' বাতলে দিলেন মিসেস হকিন্স।

জর্জ তার ছোট্ট, চোখা গোঁফে টান দিয়ে মাথা নাড়ল।

'প্লিজ, থাকুন। ওটা ছিল আমার বিশেষ পিৎযা বাবুর্চির কাণ্ড। সবকিছু ঠিকঠাক মত না চললে ও মাঝে মাঝে খেপে যায়। কিন্তু আমি ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেছি।'

'আপনি যদি শিয়োর হন সব ঠিকঠাক আছে,' বললেন মিসেস হকিন্স, 'তা হলে আমরা থাকতে পারি।'

'আমি একশো ভাগ শিয়োর,' জর্জ বলল তাঁকে। 'চলে গেলে ঠকবেন। আমাদের পিৎযা বাবুর্চি গ্রীনহিলসের সেরা। একবার খেলে জীবনে ভুলবেন না।'

ছেলে-মেয়েরা খাবার মুখে দিয়েই টের পেল জর্জের কথা কতটা ঠিক।

'খাইছে, এত টেস্টি পিৎযা আমি আগে কখনও খাইনি,' বলল মুসা।

'মেঝে নোংরা রাখে তো কী হয়েছে,' বলল কিশোর। 'এখানকার পিৎযা সবার সেরা।' শেষ টুকরোটার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু তার আগেই হোঁতকা ম্যাকনামারা ওটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'আমরা চাইলে জর্জ হয়তো আমাদেরকে ওর গোপন রেসিপি জানাবে,' বলল ডানা। 'আমরা তা হলে বাসায় এরকম পিৎযা বানিয়ে খেতে পারব।'

কিন্তু ডানা প্রসঙ্গটা তুলতেই দ্রুত মাথা নাড়ল জর্জ। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

'আমাদের বাবুর্চি তার রেসিপি গুপ্তধনের মত আগলে রাখে,' বলল।

'তা হলে অন্তত আমার স্টুডেন্টদেরকে একবার আপনার কিচেন ঘুরিয়ে দেখান,' প্রস্তাব করলেন মিসেস হকিন্স।

জর্জ টেবিল থেকে পিছিয়ে গেল যতক্ষণ না সুইঙ্গিং দরজায় পিঠ ঠেকে। কেউ এখন ভিতরে ঢুকতে কিংবা বেরোতে পারবে না। জর্জ কথা যখন বলল তার ভরাট কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

'আজকে কাউকে আমাদের কিচেনে নেয়া যাবে না। অন্য কোন দিন।' এবার সুইঙ্গিং দরজার ওপাশে উধাও হয়ে গেল সে।

ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কোট তুলে নিয়ে মিসেস হকিন্সের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়াল। ড্রাগন'স লেয়ার ডাইনিং রুম থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ওরা। কিন্তু তিন বন্ধু আর ডানা পিছনে রইল।

'কিচেনে কী এমন আছে যা ও আমাদেরকে দেখতে দিতে চায় না?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মুসা।

'আগেই বলেছি,' বলল কিশোর। 'নোংরা মেঝে!'

'না, তার চাইতেও খারাপ কিছু,' বলল নথি।

'ও হয়তো জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের রাজা-রানীকে বন্দি করে রেখেছে,' বাতলে দিল ডানা। 'কিচেনের উপরে কিন্তু লেখা আছে ওটা কারাগার।'

'খাইছে, ও হয়তো একটা ড্রাগনকে লুকিয়ে রেখেছে,' ঠাট্টা করে বলল মুসা। 'এ ছাড়া গর্জন আর ধোঁয়ার কী ব্যাখ্যা?'

ডানা খিলখিলিয়ে হেসে ফেলল। কিশোর হাসল হো-হো করে। কিন্তু রবিনের মুখে হাসি নেই। চোখ ছানাবড়া ওর। চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

'কী হয়েছে তোমার?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'পিৎযা খেয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল কিশোর। রবিনের কনুই চেপে ধরে অন্যান্যদের পিছনে টেনে নিয়ে চলল। কিন্তু ওরা খানিক দূর গেছে কি যায়নি, মুসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ব্যাপারটা আজব,' বলল ও।

'কী?' প্রশ্ন করল কিশোর।

ড্রাগন'স লেয়ারের দরজার উপরের ফাঁকা জায়গাটার উদ্দেশে

তর্জনী তাক করল মুসা।

'আমরা যখন ঢুকি তখন ওই সাইনটার নীচে একটা তরোয়াল ঝুলছিল,' বলল ও। 'আমি শিয়োর।'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' সায় জানাল রবিন। 'ওটা আমিও দেখেছি।'

'তা হলে জিনিসটা গেল কোথায়?' প্রশ্ন করল ডানা।

'আমি মনে হয় জানি,' আস্তে করে বলল রবিন। 'কিন্তু তোমাদের হয়তো আইডিয়াটা পছন্দ হবে না!'

চার

বাসের কাছে ফেরা না পর্যন্ত কথা বলল না রবিন। নিশ্চিত হয়ে নিল অন্য কেউ শুনছে না। ওর চারপাশে ছেলে-মেয়েরা গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, গান গাইছে। রবিন কিশোর, মুসা আর ডানার দিকে কাছিয়ে এল।

'ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমরা হয়তো হাসবে,' বলল রবিন।

শ্রাগ করল কিশোর।

'তা হলে বোকার মত কথা বোলো না।'

'আমার চুল পেকে যাওয়ার আগেই বলে ফেলো কী বলবে,' তাগিদ দিল মুসা।

'ঠিক আছে,' বলল রবিন। 'কিন্তু তার আগে একটা বইয়ের কথা বলতে চাই। অনেক আগে পড়েছিলাম।'

চোখ ঘুরাল কিশোর।

'ওহ, আবার সেই বই!'

'এটা তোমার পছন্দ হবে,' রবিন বলল কিশোরকে। 'এক ভয়ঙ্কর দানব আর যে তাকে বন্দি করেছিল তাকে নিয়ে লেখা।'

'বাহ, শুনে তো ভালই লাগছে,' কিশোর বলল। 'কী ধরনের

দানব?'

রবিন বিরতি নিল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ড্রাগন।'

কিশোর হেসে উঠে রবিনের পিঠে চাপড় মারল।

'এত বোকা ছেলে অঙ্কে এত ভাল হয় কী করে?'

'বাস্তবে ড্রাগন বলে কিছু নেই,' নরম গলায় বলল মুসা।

'আমি বোকা নই এবং বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানও রাখি,' কাটখোট্টা সুরে বলল রবিন। 'আমার ধারণা, জন তরোয়ালটা নামিয়েছিল ড্রাগনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। ঠিক যেমনটা আমি গল্পে পড়েছিলাম।'

'কাজটা ঠিক করেনি ও,' বলল ডানা।

'লাগাম টানো,' বলল কিশোর। 'প্রথম কথা হচ্ছে, ড্রাগন বলে কিছু নেই। আর থাকতও যদি, তরোয়াল ছাড়া আর কীভাবে তাদের কন্ট্রোল করা সম্ভব?'

'এতে নীচ মনের পরিচয় পাওয়া যায়,' বলল ডানা।

'তাই বুঝি?' বাতাসে পাকানো মুঠো ছুঁড়ল কিশোর।

'হয়েছে,' বলল মুসা। কিশোর আর ডানাকে ঠেলে বসিয়ে দিল বাসে যার যার আসনে। 'এসব আজগুবী কথায় বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ড্রাগন বলে কিছু নেই। রবিন স্রেফ ঠাট্টা করছে। ড্রাগন এই গ্রীনহিলসে কী করবে শুনি?'

কিশোর মাথা ঝাঁকাল। বাস রওনা হলো।

'তাই তো। ড্রাগন কখনও পিৎযা বানায় না, আর কোন পিৎযা জয়েন্টে বাবুর্চির কাজও নেয় না।'

বাসটা সহসা কাঁপতে শুরু করল। ভরাট এক বজ্র গম্ভীর শব্দে ভরে উঠল বাতাস। ছেলে-মেয়েরা সিট আঁকড়ে ধরল।

'কী হলো?' ককিয়ে উঠল ডানা।

'হয় আমাদের বাসটা বোমার মত ফেটে যাবে আর নয়তো ড্রাগনটাকে খেপিয়ে দিয়েছে কিশোর!' আর্তচিৎকার ছাড়ল রবিন।

'ইস, কখন যে স্কুলে পৌছব!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা।

ছেলে-মেয়েরা সিট চেপে ধরে ভয়ঙ্কর এক বাস যাত্রার জন্য তৈরি হলো।

পাঁচ

স্কুলের খেলার মাঠ।

'রোর! রোর!' কিশোর ওক গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বন্ধুদের সামনে।

'খাইছে, এমন ভয়ঙ্কর ড্রাগন আমি আগে দেখিনি,' ঠাট্টা করে বলল মুসা।

'দেখবেও না,' বলে সবুজ ড্রাগন হ্যাটটা খুলে নিল গোয়েন্দাপ্রধান। কিশোর ওর বেসবল ক্যাপে সবুজ কাগজের স্কেল আর বড়সড় এক নাক স্ট্যাপল করে লাগিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার জন্য। আজ ওদের পিৎযা পার্টির পরের দিন। একটু পরেই স্কুল বসবে।

'ড্রাগন-ফ্রাগন বলে কিছু নেই,' বলল কিশোর। হ্যাটের স্কেলগুলো ঠিকঠাক করল।

'তুমি দেখনি বলেই যে ড্রাগন নেই একথা বলতে পারো না,' বলল মুসা।

'আমরা যদি কোন ড্রাগনের দেখা পাইও,' কিশোরকে বলল রবিন, 'তার মুখে তোমার মত দুর্গন্ধ থাকবে না।'

'ড্রাগনরা সব সময় আগুনের নিঃশ্বাস ছাড়ে,' দায়সারাভাবে বলল ডানা। 'কাজেই দুর্গন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।'

'তা হলে তোমার শ্বাসের দুর্গন্ধের কী কারণ?' মুসা হেসে উঠে খোঁচা দিল কিশোরের বুকে।

'কিশোরের নিঃশ্বাস ড্রাগনের মত হতে পারে,' বাধা দিয়ে বলল ডানা, 'কিন্তু আমার মনে হয় না ও সত্যিকারের ড্রাগনের মত ধাঁধা জানে।'

'কী বলছে ও?' প্রশ্ন করল কিশোর।

রবিন কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের ন্যাপকিন বের করল।

'ড্রাগনরা কঠিন কঠিন সব ধাঁধার জন্যে বিখ্যাত,' ব্যাখ্যা করল ও। 'এটার মত। এটা জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলে পেয়েছি।'

'কই, আমি তো কোন ধাঁধা পাইনি,' বলল কিশোর।

'আমি পেয়েছি,' বলল মুসা।

'আমিও,' ডানা বলল। 'কিন্তু সমাধান করতে পারিনি।' ডানা আর মুসা কোটের পকেট থেকে দুমড়ানো ন্যাপকিন বের করল।

'আমারটা খুব কঠিন ছিল,' বলল মুসা। তারপর ধাঁধাটা জোরে জোরে পড়ে শোনাল:

ইনসাইড মি ডীপ
দেয়ার ইয মাচ হিট
ক্যাপচার্ড স্যাডনেস
লোনলি ম্যাডনেস
মাই ওনলি জয়
টু কুক ফর গার্লস অ্যাণ্ড বয়েয

'আমারটাও তো এটাই,' বলল ডানা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আমারটাও,' বলল।

'আমি পেলাম না কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হয়তো পেয়েছিলে,' বলল রবিন। 'কিন্তু তুমি তো কাগজের প্লেন বানাতেই ব্যস্ত ছিলে, খেয়াল করনি। কিংবা জর্জ হয়তো ভেবেছে ধাঁধা তোমার জন্যে নয়।'

'বলতে চাইছ আমি ধাঁধার সমাধান করতে পারব না?' বলে ডানার কাগজটা ছিনিয়ে নিল কিশোর। 'আমি যে কোন ড্রাগনের চাইতে বেশি বুদ্ধি রাখি এবং তা প্রমাণও করতে পারব।'

কিশোর কাগজের ভাঁজ খুললে শিউরে উঠল ডানা। ও নিশ্চিত, দূরাগত এক গর্জনের শব্দ শুনতে পেয়েছে। গতকাল জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলে ঠিক যে রকম অদ্ভুত শব্দ পেয়েছিল ওরা।

'তোমরা যেহেতু আমার বন্ধু, তোমাদের সাথে আমার অসীম জ্ঞান শেয়ার করতে আপত্তি নেই,' বলল কিশোর।

'আল্লার ওয়াস্তে বলো তো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বলল কিশোর। 'জবাবটা হচ্ছে... আভন।'

'আভন!' বলে উঠল রবিন। 'হতেই পারে না।'

'দাঁড়াও,' বলল মুসা। 'মিলে যায় কিন্তু। পিৎযা আভন গভীর হয়। গুহার মত। আর ধাঁধার শেষ লাইনটা রান্না নিয়ে।'

'কিন্তু আভন কখনও একাকী কিংবা বন্দি হয় না,' নির্দেশ করল রবিন।

'তা হলে জবাবটা তুমিই বলো,' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বন্ধুদের সবার দিকে একে একে চেয়ে তারপর মুখ খুলল।

'জবাবটা জানি আমি। সারা রাত এটা নিয়ে ভেবেছি। এটাই একমাত্র জবাব যেটা খাপে খাপে মিলে যায়।'

'খাইছে, কী সেটা!' প্রশ্ন করল মুসা। 'জবাবটা কী?'

রবিন হাত ইশারায় বন্ধুদেরকে আরও কাছে ডাকল। কথা যখন বলল, গলার স্বর গম্ভীর শোনাল।

'জবাবটা হচ্ছে,' বলল ও, 'ড্রাগন।'

কপাল চাপড়াল কিশোর।

'আল্লার ওয়াস্তে বাজে কথা বন্ধ করবে?'

'বাজে কথা নয়,' বলল রবিন। 'আর আমার ধারণা এই কাগজগুলো সাধারণ ধাঁধা নয়। এরচাইতেও বেশি কিছু। আমার বিশ্বাস এগুলো সাহায্যের আবেদন।'

'কাগজের ন্যাপকিনে ধাঁধা লিখে সাহায্য চাইবে কে?' ডানা জবাব চাইল।

'জর্জের কারাগারে একটা ড্রাগন বন্দি আছে,' ব্যাখ্যা করল নথি, 'এবং সে আমাদের কাছে মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করছে। ওকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।'

সাত

'ড্রাগন আইলো! পালাও!' কিশোর চেঁচিয়ে উঠে ওর ড্রাগন হ্যাটটা বাগিয়ে ধরল রবিনের উদ্দেশে।

রবিনের মাথার চারপাশে ঘুরাচ্ছে। রবিন শেষমেশ হ্যাটটা চেপে ধরে জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে চাইল।

'চাল্লা করছ করো। কিন্তু আমি ড্রাগন সম্পর্কে সবই জানি, এবং সেগুলো মোটেই কাল্পনিক নয়।'

'এত শিয়োর হচ্ছ কী করে?' ডানা জিজ্ঞেস করল।

'রাজা-রানীদের যুগে নাইটরা ড্রাগনদের সাথে লড়াই করে ধন-সম্পদ কামাই করত। এসব ড্রাগনরা তাদের আগুনে-শ্বাস দিয়ে জমির ফসল পুড়িয়ে আর কমবয়সী মেয়েদের খেয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করত।'

'আমার কাছে তো ঘরের পোষা প্রাণীর মত লাগছে,' হেসে বলল কিশোর।

মুসা কনুই মারল কিশোরের পেটের পাশে। আর রবিন তার গল্প বলে চলল।

'নাইটরা একটা ছাড়া আর সব ড্রাগন মেরে ফেলে। ওটা ছিল সবচাইতে ভয়ঙ্কর,' বন্ধুদেরকে বলল রবিন। 'একজনের পর একজন নাইট ওটার সাথে লড়াই করতে যায়, কিন্তু তারা কেউ আর ফিরে আসেনি।'

'কী হয়েছিল তাদের?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল ডানা।

'ড্রাগনটা ওদের খেয়ে ফেলে,' রবিন জানাল। 'কাজেই রাজা সবচাইতে বিখ্যাত নাইটকে পাঠালেন। তাঁর জাদুর তরোয়াল এমনকী সবচাইতে সাঙ্ঘাতিক ড্রাগনকেও সম্মোহিত করে দিত। সেই নাইটের নাম ছিল সেন্ট জর্জ।'

ছয়

কিশোর ধাঁধাটার দিকে চেয়ে রয়েছে, খুদে খুদে তুষারকণা পড়ল কাগজটার উপর। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথার উপরে গাছের ডাল খটাখট বাড়ি খেলে আবারও শিউরে উঠল ডানা। রবিন হাত গরম করতে বগলের নীচে ঢুকাল।

'পেয়েছি!' হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কী?' প্রশ্ন করল মুসা।

'ধাঁধার জবাব।' কিশোরকে দেখে মনে হলো এইমাত্র যুদ্ধ জয় করেছে। 'তুমি বলেছিলে আমি সমাধান করতে পারব না!' শেষের কথাগুলো বলল রবিনের উদ্দেশে।

রবিন বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল।

'আমি ওরকম কিছু বলিনি,' বলল ও। 'এখন জবাবটা বলে ফেলো দেখি।'

বুক ভরে শ্বাস নিল কিশোর।

'খুব সোজা। প্রথম দু'লাইনেই জবাব আছে।'

মুসা ওর ধাঁধাটার ভাঁজ খুলে পড়ে শোনাল:

"ইনসাইড মি ডীপ,
দেয়ার ইয মাচ হিট।"

ডানা, মুসা আর রবিন কাগজটার দিকে ঝাড়া এক মিনিট চেয়ে রইল। এবার শ্রাগ করল ডানা।

'বুঝলাম না,' বলল ও।

'তা হলে কারা বোকা?' মুচকি হেসে বলল কিশোর।

'আমরা আমাদের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি,' বলল মুসা। 'তুমি জবাবটা বলো।'

'প্লিজ!' যোগ করল ডানা।

ডানা ঢোক গিলল আর মুসার চোখ গোল হয়ে গেল।

'খাইছে, রেস্তোরাঁর মালিকের নামও তো তাই,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'ঠিক। জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের জর্জ হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয় সেন্ট জর্জ–যে ড্রাগনটাকে বশ করেছিল।'

'কিন্তু সেন্ট জর্জ শেষ ড্রাগনটাকে মেরে ফেলল না কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'কারণ ড্রাগনের স্কেলে অনন্ত জীবনের গোপন রহস্য রয়েছে,' রবিন বলল। 'সেন্ট জর্জ সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে বশ করেছে, সে যাতে অনন্তকাল বেঁচে থাকে। ও এখন ড্রাগনটাকে গ্রীনহিলসে বন্দি করে রেখে তাকে দিয়ে পিৎযা বেক করাচ্ছে।' রবিন রহস্যময় ধাঁধাটা বন্ধুদের নাকের নীচে দোলাল। 'এবং ড্রাগনটা এখন আর বন্দি থাকতে চাইছে না।'

ডানা রবিনের ধাঁধাটার দিকে চেয়ে নাক টানল।

'রবিনের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওই ড্রাগনটার চাইতে দুঃখী আর কেউ নেই।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'ধাঁধাটা ঠিক তাই বলছে।' ধাঁধার মাঝের দু'লাইন জোরে জোরে পড়ল:

"ক্যাপচার্ড স্যাডনেস,
লোনলি ম্যাডনেস।"

রবিন সটান সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'ড্রাগনটাকে মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব!'

কিশোর হেসে উঠল।

'রবিনের মাথাটা গেছে,' বলল ও। 'জেলের তালা ভাঙব, ড্রাগনটাকে আনব–স্লোগান দিচ্ছে। ড্রাগন একটা কাল্পনিক জীব।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' বলল মুসা। 'ড্রাগনের বাস রূপকথার পাতায়, গ্রীনহিলসে নয়।'

'তারা গুপ্তধন পাহারা দেয় আর সুন্দরী কুমারীদের রান্না করে

যায়,' যোগ করল কিশোর।

সায় জানাল ডানা।

'এবং আমি শিয়োর ড্রাগনরা পিৎযা বানায় না,' বলল ও।

'নাকের সামনে শক্তিশালী কোন নাইট তরোয়াল নাচালে বানায়,' কটখোট্টা সুরে বলল রবিন।

কিশোর হাত বাড়িয়ে রবিনের পিঠ চাপড়ে দিল।

'মাথা ঠাণ্ডা করো। ড্রাগন বলে কিছু নেই।'

'আমি বলছি আছে,' চেঁচাল রবিন।

'আমি বলছি নেই,' গর্জে উঠল কিশোর।

মুসা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'ড্রাগন আছে প্রমাণ করার একটাই পথ,' বলল ও।

'কী?' যুগপৎ প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

'ছুটির পর এখানে দেখা কোরো, তখন বলব,' বলল মুসা। 'কিন্তু সাবধান। কাজটা বিপজ্জনক হতে পারে। ভয়ানক বিপজ্জনক!'

আট

'জলদি করো,' তাগিদ প্রকাশ পেল ডানার কণ্ঠে। 'দেরি করলে বাসায় সমস্যা হবে।'

বাস স্টপের উদ্দেশে চলেছে ওরা।

'সত্যিকারের কোন ড্রাগন থেকে থাকলে আমরা সবাই সমস্যায় পড়ব,' বলল মুসা। 'আগুনে-নিঃশ্বাসের সমস্যা।'

কিশোর বাস স্টপে থেমে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের দিকে চাইল।

'যাচ্ছি তাতে কোন সমস্যা নেই,' বলল ও। 'কিন্তু পুরো সময়টাই নষ্ট হবে আগেই বলে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমরা যদি প্রমাণ পাই সত্যিই ড্রাগন আছে?' সিটি বাস থেমে দাঁড়ালে বলল রবিন।

কিশোর বাসে উঠে পড়ে বন্ধুদের উদ্দেশে গলা ছাড়ল, 'তোমরা যদি প্রমাণ করতে পারো ড্রাগন আছে তা হলে আমি আমার ড্রাগন হ্যাটটা চিবিয়ে খাব।'

তিন গোয়েন্দা আর ডানা বাসে আর কথা বলল না। শেষমেশ কটা রেল রোড ট্র্যাকের উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের সামনে থেমে দাঁড়াল বাস। বাস থেকে নামার সময় ফিসফিস করে বলল ডানা, 'এখন কী করব আমরা?'

'আমরা তো সোজা গিয়ে ড্রাগনটাকে দেখতে চাইতে পারি না,' বলল নথি।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল মুসা। বন্ধুদেরকে পিছনে নিয়ে বাড়িটা ঘুরে পিছন দিকে চলে এল সে। পিছনের দরজার কাছেই সবুজ এক ট্র্যাশ বিন রাখা। মুসা আলগোছে ওটার পিছনে চলে গেল। কিশোর, রবিন আর ডানাও সাঁত করে শরীর গলিয়ে দিল।

'এহ, কী বিশ্রী গন্ধ!' বলে উঠল কিশোর। ট্র্যাশ বিনে কী ফেলে ওরা?'

খিলখিল করে হেসে উঠল ডানা।

'হয়তো ড্রাগনের গু।'

'শশশ,' হিসিয়ে উঠল রবিন। 'শুনে ফেলবে।'

ওরা চারজন নীরব হয়ে গেল। জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের ধূসর ধাতব দরজাটার দিকে দৃষ্টি ওদের। পাঁচ মিনিট এভাবে কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। এরপর আরও দশ মিনিট।

'ওহ, বিরক্তি লাগছে,' অভিযোগ করল কিশোর।

ঠিক এসময় ধূসর দরজাটা ঝট করে খুলে গেল। চকচকে বর্ম পরা এক নাইট এক ব্যাগ জঞ্জাল ছুঁড়ে ফেলল ট্র্যাশ বিনে। ব্যাগ থেকে ছিটকে কয়েকটা পিৎযার টুকরো পড়ল কিশোরের মাথায়। নাইট এবার দরজা দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

কিশোর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে পিৎযার টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল।

'তোমাদের জন্যে আজকে আমার এই দশা,' গজগজ করে মুসার

উদ্দেশে বলল ও। 'আমি বাড়ি যাচ্ছি। এখানে ডাস্টবিন হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'যেতে চাও যাও,' রবিন বলল কিশোরকে। 'কিন্তু সব মজা মিস করবে। আমি এখন জেলখানার ভেতরে ঢুকে ড্রাগনটাকে খুঁজে বের করব।'

নয়

'কী করবে তুমি?' গুঙিয়ে উঠল ডানা।

'জেলখানার ভেতরে গিয়ে ড্রাগনটাকে মুক্ত করব,' রবিন বলল ওদেরকে।

'এক মিনিট,' বলে কোমরে দু'হাত রাখল মুসা। 'একটা ড্রাগন ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়ালে গ্রীনহিলসের কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখেছ?'

'পুরো শহর টোস্ট হয়ে যাবে,' ঠাট্টা করে বলল কিশোর।

ডানা একটা হাত রাখল রবিনের বাহুতে।

'আমি চাই না কেউ বন্দি থাকুক। কিন্তু এক্ষেত্রে এটাই মনে হয় ঠিক। ড্রাগনটা যদি হিংস্র হয়? ও হয়তো আমাদেরকে খাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'তুমি কি চাইবে সারা জীবন কোন পিৎযা আভনের সঙ্গে শিকল দিয়ে বন্দি হয়ে থাকতে?' প্রশ্ন করল রবিন।

হেসে উঠল কিশোর।

'সেটাও স্কুলে যাওয়ার চেয়ে ভাল। যখন খুশি বিনে পয়সায় পিৎযা খেতে পারব।'

'যতদিন গরম আভনের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে ততদিনই,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

'কঠিন কঠিন গুণ অঙ্কের চাইতে সেটা খারাপ না,' বলল কিশোর।

মুসা দরজার দিকে আঙুল তাক করল।

'তাতে কিছু যায় আসে না,' বলল ও। 'বাজি ধরে বলতে পারি ওই দরজাটা খুব শক্ত করে লাগানো।'

'দেখি,' বলল রবিন। স্বচ্ছন্দে ট্র্যাশ বিনের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পা টিপে টিপে ধূসর দরজাটার দিকে এগোল।

'সাবধান,' চেঁচাল ডানা।

রবিন পিছু ফিরে চাইল। ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে মস্ত বড় রুপোলী হাতলটা ধরে টানল।

'বিশ্বাস হচ্ছে না,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'খুলে গেল!'

'আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না,' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর। 'রবিন জেলখানায় ঢুকে গেল! চলো আমরাও যাই।'

'হ্যাঁ, ও ধরা পড়লে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানিয়ে দেবে,' বলল ডানা। 'ওকে সাহায্য করা দরকার।'

'পিৎযা,' শুধরে দিল মুসা। 'এটা পিৎযা জয়েন্ট। ওরা ফ্রাই সার্ভ করে না।'

'রবিনকে ওরা প্লেটে করে সার্ভ করবে আমরা যদি সাহায্য না করি।' বলল কিশোর।

কিশোরকে অনুসরণ করে দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা আর ডানা। হারিয়ে গেল কারাগারের ভিতরে।

দশ

কিচেনের ভিতরে গুহার মত আঁধার। দরজার উপরের "এক্সিট" সাইনটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে লাল আভা ছড়িয়েছে। দেয়ালগুলো থেকে ঝুলছে ধুলোটে তরোয়াল। এক কোণে এক বর্ম গাদা করে রাখা। বর্মের গায়ে হেলান দেওয়া বড় লাল ক্রস খোদিত এক ঢাল। লম্বা লম্বা রুপোর টেবিলে স্তূপাকারে ইয়া বড় সব ধাতব পাত্র রাখা।

প্রতিটি পাত্র নোংরা। টেবিলগুলোতে পিৎযার ময়দার তালের লেচি লেগে রয়েছে।

'কী নোংরা জায়গা!' আওড়াল কিশোর।

শিউরে উঠল ডানা।

'রবিন কেমন আছে কে জানে।'

'কোথায় ও?' প্রশ্ন করল মুসা। তিন বন্ধু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাইরের দরজার কাছ থেকে সরে গেল। ওরা কামরার মাঝখানে রয়েছে এসময় দরজাটা লেগে গেল সশব্দে!

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'আটকে গেছি,' সভয়ে বলল ডানা।

'শোনো,' বলল কিশোর। 'কীসের যেন শব্দ।' ওরা তিনজন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে কান পাতল। পরমুহূর্তে শুনতে পেল।

নিচু এক গুড়-গুড় শব্দ। এবার ক্রমেই জোরাল হতে লাগল। ধাতব পাত্রগুলো পরস্পর ঠন-ঠন করে বাড়ি খাচ্ছে। ঠনাৎ করে একটা পাত্র পড়ে গেল মেঝেতে।

'ক্...ক্বী হচ্ছে এসব?' ডানা বলল।

'ড্রাগনটা মনে হয় রবিনকে ধরেছে,' বলল মুসা।

'ওদিকে দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কারাগারের একপাশে কালো, বড় এক গর্ত। সেদিকে তর্জনী নির্দেশ করল। জ্বলন্ত একজোড়া চোখ চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। আঁধার ফুঁড়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

'সেই ড্রাগনটা!' ডানা আর্তনাদ ছাড়ল।

'খাইছে, পালাও!' মুসার অস্ফুট চিৎকার।

এক দৌড়ে কারাগার থেকে ডাইনিং এরিয়ায় চলে এল ওরা।

'জলদি সদর দরজার দিকে দৌড়াও,' বলল কিশোর। মুসা দরজার উদ্দেশে দৌড় দিল, কিন্তু সোজা ধাক্কা খেল জর্জের সঙ্গে।

এগারো

তিন বন্ধুর সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে জর্জ। ওর পরনের বর্মটা জোরাল ঠং-ঠং শব্দ করল। জর্জের এক হাতে ঢাল, অপর হাতে চমৎকার হাতলওয়ালা চকচকে এক তরোয়াল। সেদিন এই তরোয়ালটাই দেয়ালে ঝুলছিল।

'রাস্তা ছাড়,' গর্জাল জর্জ। 'আমার বাবুর্চির সমস্যা হয়েছে!'

সাঁত করে সামনে থেকে সরে গেল মুসা। ডানা গা ঢাকা দিল এক চেয়ারের পিছনে। কিন্তু কিশোর বুক চিতিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, জায়গা ছাড়বে না।

'আপনার বাবুর্চি মস্ত বড় সমস্যা তৈরি করেছে,' জর্জকে বলল ও। 'ও আমাদের বন্ধুকে খেয়ে ফেলেছে!'

ধপ করে এক চেয়ারে বসে পড়ল জর্জ।

'কো-কোথাও কোন ভুল হচ্ছে,' তুতলে বলল সে। এমনিসময় কিচেন থেকে অনুচ্চ, দীর্ঘ এক গরগরানি ভেসে এল। মনে হলো কোন দানব ঢেকুর তুলেছে বুঝি।

'খাইছে, ড্রাগনটা রবিনকে গিলে খেয়েছে!' বলে উঠল মুসা।

'ড্রাগন!' ফিসফিসে স্বরে বলল জর্জ। 'ড্রাগনের কথা তোমাদেরকে কে বলল?'

'মরহুম মহান রবিন,' হড়বড় করে বলল ডানা। 'ধাঁধা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারে ও। কিন্তু আমরা ওর কথা তখন বিশ্বাস করিনি।'

'তাই ও গোপনে আপনার কিচেনে ঢোকে,' বলল কিশোর। 'এটা প্রমাণ করার জন্যে যে আপনার বাবুর্চি একটা ড্রাগন।'

'বেচারী রবিন,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ডানা। 'ওর কথা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত ছিল। তা হলে বেঘোরে বেচারীর জানটা যেত না।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'রবিন প্রথম থেকেই ঠিক ছিল।'

'ও ছিল গ্রীনহিলসের সবচাইতে বুদ্ধিমান ছেলে,' কারাগারের দরজা খুলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে বলল কিশোর। দরজাটা ওর পিঠে বাড়ি খেল।

'তুমি আমাকে বুদ্ধিমান মনে কর জেনে খুশি হলাম,' পরিচিত এক কণ্ঠ বলল। 'কী বলেছ পরে আবার ভুলে যেয়ো না যেন।'

'রবিন, তুমি বেঁচে আছ!' বন্ধুরা বলে উঠল।

'নিশ্চয়ই,' বলল রবিন। 'ড্রাগন আমাকে সেদ্ধ করবে অত বোকা পায়নি।'

জর্জ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মৃদু হাসল।

'দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদের বন্ধু সুস্থ আছে, ভাল আছে। ড্রাগন-ট্রাগন কিছু নেই। তোমরা এখন নিশ্চিন্তে বাসায় যেতে পারো।'

'এখনই নয়,' গভীর এক গুড়-গুড় শব্দে দেয়ালের ছবিগুলো দুলে উঠলে বলল রবিন। শব্দটা থেমে গেলে জর্জের বুকে টোকা দিল ও। বর্মে ফাঁপা এক সুরেলা আওয়াজ হলো। 'আপনার কাছে আমাদের কিছু জানার আছে।'

জর্জ সটান সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তরোয়াল বাগিয়ে ধরল।

'ননসেন্স,' বলল ও। 'আমি এখানকার দায়িত্বে আছি।'

'বেশিদিন থাকবেন না,' বড়দের মত গলায় বলল রবিন। 'যদি না আমার কথা শোনেন।' এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে হারিয়ে গেল নোংরা কারাগারটার ভিতরে। জর্জ সুইঙ্গিং দরজা ঠেলে ধেয়ে গেল ওর পিছন পিছন।

ডানা কিশোর আর মুসার দিকে চাইল।

'আমরাও যাই চলো,' বলল।

মুসা মাথা ঝাঁকাল আর কিশোর বুক ভরে দম নিল। কিন্তু ডানা দরজাটা খোলার চেষ্টা করে দেখল ওটা বন্ধ।

বারো

এক সপ্তাহ ধরে, রবিনের বন্ধুরা জানতে চেয়েছে কী ঘটেছিল জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের কারাগারের ভিতরে। কিন্তু রবিন টুঁ শব্দটি করেনি। এখন তিন বন্ধু আর ডানা নতুন করে উদ্বোধন করা জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের দিকে চেয়ে রয়েছে। রেস্তোরাঁটা এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল। আজকে উজ্জ্বল পতাকা উড়ছে চার মিনার থেকে। জানালা থেকে ঝুলছে পেল্লায় সব ব্যানার, গ্র্যাণ্ড ওপেনিঙের ঘোষণা দিচ্ছে।

ব্যানার আর পতাকাগুলোই শুধু নতুন নয়। জানালাগুলো চমকাচ্ছে আর ঝাঁ চকচকে পাথুরে এক ফেন্স ঘিরে রেখেছে ব্যাকইয়ার্ডটাকে। ফেন্সটা এতটাই উঁচু, ওটার উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে না গ্রীনহিলস স্কুলের ছেলে-মেয়েদের। সারা ফেন্স জুড়ে সদ্য রং করা সাইন ঝুলছে। তাতে লেখা: বিপজ্জনক: নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

'এখানে খেতে ঢোকা নিরাপদ তো?' ডানার জিজ্ঞাসা।

মাথা ঝাঁকাল নথি।

'অবশ্যই।'

'গুড,' বলল কিশোর। 'আমি প্রথম থেকেই ড্রাগনের কথা বিশ্বাস করিনি।'

'হ্যাঁ,' বলল মুসা। 'তুমি কিচেনের দরজা লক করে দেয়ায় আমরা ড্রাগনটাকে দেখতে পাইনি।'

'লক করতে বাধ্য হয়েছিলাম,' বলল রবিন।

'কেন?' ডানা জিজ্ঞেস করল।

'সবাই জানে ড্রাগনরা খুব লাজুক হয়,' রবিন বলল ওদেরকে। 'গুহার মধ্যে আমরা গাদাগাদি করলে ও নার্ভাস হয়ে পড়ত।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি ড্রাগনটাকে দেখেছিলে?' কিশোর জানতে চাইল।

'তা দেখিনি বটে,' স্বীকার করল রবিন। 'জেলখানার মত কিচেনটা ভীষণ আঁধার ছিল। আমি জর্জকে সে কথাই বলেছিলাম।'

'একটা বইতে পড়েছিলাম ড্রাগনরা ঠাণ্ডা আর আঁধার অপছন্দ করে,' বলে চলল রবিন। 'ওদের সূর্যের আলো দরকার। তাতে মেজাজটা শান্ত থাকে। সে জন্যেই জর্জের ড্রাগন অত আওয়াজ করত। জর্জকে বলার পর ও বুঝতে পারে কী করতে হবে।'

'কী?' মুসার জিজ্ঞাসা।

হাসল রবিন।

'কিচেন সাফ সুতরো করে ড্রাগনটার জন্যে একটা খোঁয়াড় বানানো। এখন আমাদের ফ্রেণ্ডলি ড্রাগনটা ছুটির দিনগুলোতে রোদ গায়ে মাখতে পারবে।'

'ড্রাগনরা শুধু রূপকথাতেই সান বাথ করে,' ভেবেচিন্তে বলল কিশোর। 'আর রবিনের কল্পনায়।' এবার জুয়েল'স পিৎযা ক্যাসলের নতুন রং করা দরজাটা ঠেলে খুলল ও।

'ওয়াও,' ফিসফিস করে বলল ডানা। 'দারুণ লাগছে তো জায়গাটাকে।' ডানা ঠিকই বলেছে। রং বেরঙের পেইন্ট ঢেকে দিয়েছে দেয়ালগুলোকে। উজ্জ্বল আলো ঝলসাচ্ছে নতুন নতুন চেয়ার, টেবিলের গায়ে।

রেস্তোরাঁয় প্রচুর খদ্দের, কিন্তু জর্জ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল চার বন্ধুর কাছে।

'ওয়েলকাম,' মৃদু হেসে বলল ও। 'তোমাদের জন্যে বিশেষ এক আয়োজন করেছি।'

এক টেবিলের কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল জর্জ। এবার সুইঙ্গিং দরজাজোড়ার ওপাশে উধাও হয়ে গেল। ফিরে এল বিশাল এক পেপারনি পিৎযা হাতে নিয়ে।

'আমার বাবুর্চি এটা তোমাদের জন্যে স্পেশালি বানিয়েছে,' বলল জর্জ। 'মজা করে খাও।'

ছেলে-মেয়েরা এক টুকরো করে পিৎযা তুলে নিল। খাওয়াতে এতটাই ব্যস্ত ছিল, প্রথমটায় শুনতে পায়নি ওরা। কিন্তু ডানা খাওয়ায়

একটু বিরতি দিতেই লক্ষ করল ওটা।

'শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

বন্ধুরা চিবানো বন্ধ করে কান পাতল। মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'মনে হচ্ছে বড়সড় কোন বিড়াল পেট ঘষছে।'

'কোন বিড়াল এত জোরে গরগর করে না,' বলল কিশোর। এবার হাত বাড়িয়ে জর্জের বাহু চেপে ধরল। 'কীসের শব্দ ওটা?' জবাব চাইল।

'সুখী এক বাবুর্চির,' জর্জ বলল ওদেরকে। 'তোমরা কী ভেবেছিলে...ড্রাগন?'

পিছনে মাথা ঝটকা দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল জর্জ।

***

COMING SOON!

S.S.K

টিপু কিবরিয়া রচিত 'আতঙ্কের রাত' কাহিনিটি
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

মুণ্ডুকাটা ভূত

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

এক

চুপ করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা সবাই—কিশোর-মুসা-রবিন-রেমন-শ্যারন ও ফারিহা। ছেলেটির নাম মেইডন, তিন গোয়েন্দার সমবয়সী। বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ান পয়েন্টে, সাগরতীরে। তিনপাশে বিশাল জঙ্গল।

দু'দিন আগে রকি বিচে এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছে মেইডন। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে চলে এসেছে কিশোরের বাড়িতে। ওরা তখন সবে অফিস থেকে বেরিয়েছে। কিশোরদের বাড়ির আঙিনায় লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নীচে ওদের অফিস, পরিত্যক্ত একটা ট্রেইলারের মধ্যে।

দূরে থাকলেও তিন গোয়েন্দাদের সব খবরই রাখে ছেলেটি। রীতিমত ভক্ত। তাকে স্বাভাবিক আর দশজন ভক্তের মতই গ্রহণ করেছে ওরা, মেইডন অনেক দূর থেকে এসেছে জেনে খাতির করে বসিয়েছে লিভিংরুমে, যত্ন-আত্তিও কম করেনি।

কিন্তু যা একখান গল্প ও বলল, তাতে মাথা চক্কর দিল সবার। এ-ও কি সম্ভব? মুণ্ডুহীন ভূত?

সত্যিকারের ভূত?

দেখা যায় ওটাকে?

যে-কেউ গেলেই দেখতে পাবে?

অদ্ভুত তো!

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল কিশোর, 'ঘটনাটা আসলে কতখানি সত্যি, মেইডন?'